শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ রূপ

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। "শ্লোকব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার। আত্মভাবে হইলা ষড়্ভুজ অবতার॥ —শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্য-৩য় অঃ।" কিন্তু এই ষড়্ভুজ-মূর্ত্তির কোনও বর্ণনা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে প্রথমে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দেখাইলেন, তারপরে স্বকীয় বংশীমুখ শ্যামরূপ দেখাইলেন। "কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥ দেখাইল আগে তারে চতুর্ভুজ রূপ। পাছে শ্যাম বংশীমুখ—স্বকীয় স্বরূপ॥ দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি। ২।৬।১৮২-৮৪॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রথমে প্রদর্শিত চতুর্ভুজ-রূপের কোনও বর্ণনা নাই; কিন্তু "বংশীমুখ শ্যামরূপ" শব্দসমূহে পরবর্ত্তী রূপের কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে।

শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চায় সার্ব্বভৌমের সাক্ষাতে ষড়্ভুজরূপাবির্ভাবের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীল কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে শতকোটি-দিবাকরের ন্যায় দীপ্তিশালী চতুর্ভুজ-রূপ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে:—"প্রদর্শয়ামাস চতুর্ভুজত্বং দিবাকরাণাং শতকোটিভাস্বৎ। ততোঽধিকং সোঽপি ননন্দ বিপ্রস্ততোধিকঞ্চ স্তবমপ্যকার্ষীৎ॥ ১২।৩৩॥" চতুর্ভুজ-রূপ বলিতে রূঢ়িবৃত্তিতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী রূপকেই সাধারণতঃ বুঝায়। সার্ব্বভৌমকেও প্রভু এই রূপই দেখাইয়াছিলেন কিনা, তাহাই বিবেচ্য।

শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চায় দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসামান্য রূপ দেখিয়া সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইয়াছিলেন; বিস্ময়াবিষ্ট ভাবে তিনি মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়াছিলেন যে—"এই যে অপূর্ব্ব বস্তুটী দেখিতেছি, ইনি কি বৈকুণ্ঠ হইতেই অবতীর্ণ হইলেন? না কি ইনি সচ্চিদানন্দ-রসবিগ্রহ? অথবা সর্ব্বজীব-হিতকারী স্বয়ং ঈশ্বরই ইনি?" "কিমসৌ পুরুষব্যাঘ্রো মহাপুরুষলক্ষণঃ। অবতীর্ণ ইবাভাতি বৈকুণ্ঠাদ্দেবরূপধৃক্॥ কিংবাসৌ সচ্চিদানন্দ-রূপবান্ রসমূর্ত্তিমান্। কিংবাসৌ সর্ব্বজীবানাং হিতকৃদীশ্বরঃ স্বয়ম্॥ ৩।১১।১২-১২॥" ইহাতে বুঝা যায়, সার্ব্বভৌমের চিত্তে এইরূপ একটী সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, "এই যে হেম-গৌরকান্তি সন্ন্যাসীটী দেখিতেছি, ইনি তো নিশ্চয়ই কোনও ভগবৎস্বরূপ। ইনি কি বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ? নাকি রসময়-বিগ্রহ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ?" সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিশ্চয়ই সার্ব্বভৌমের অন্তর জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার সন্দেহের কথাও জানিতে পারিয়াছিলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ-ভক্ত সার্ব্বভৌমের এই সন্দেহ-নিরসনের নিমিত্ত যে কিছু করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করাও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। সম্ভবতঃ এই সন্দেহ-নিরসনের উদ্দেশ্যেই প্রভু সার্ব্বভৌমকে ষড়্ভুজ বা চতুর্ভুজ-রূপাদি দেখাইয়াছিলেন; এবং যদি এই অনুমানই সঙ্গত হয়, তাহা হইলে ঐ ষড়্ভুজ বা চতুর্ভুজাদি রূপে যে প্রভু নিজ স্বরূপেরই পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। কারণ, স্বরূপ না জানাইলে সার্ব্বভৌমের সন্দেহ দূর হইবে কেন?

কিন্তু সার্ব্বভৌমকে প্রভু কি দেখাইলেন? এবং সার্ব্বভৌমই বা কি দেখিলেন?

সার্ব্বভৌম কি দেখিলেন, সার্ব্বভৌমের মুখেই বোধ হয় তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন, চতুর্ভুজাদিরূপ—"দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি। পুন উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥ শত-শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে। বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে বর্ণিতে॥ ২।৬।১৮৪, ১৮৬॥"

চতুর্ভুজাদি রূপ দেখিয়া সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। কবিকর্ণপূরও একথা বলেন:—"যদ্যৎ স ভূমিসুরসত্তমমুখ্যস্তুষ্টাব তুষ্টঃ সুমহাপ্রগল্ভঃ। তত্তন্ন বাচস্পতিরপ্যভীক্ষ্ণং প্রয়াসতোঽপি প্রভবেদ্ভবিষ্ণুঃ॥—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-মহাকাব্যম্—১২।৩৪॥" স্তবে সার্ব্বভৌম কি কথা বলিলেন, তাহা কবিকর্ণপূরও প্রকাশ করেন নাই, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কবিরাজ-গোস্বামীও প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু শ্রীল মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় কিছু প্রকাশ

করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতেও শতশ্লোকে স্তবের কথা উল্লিখিত আছে এবং এই শত শ্লোকের দু একটী শ্লোক মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। কবিরাজ-গোস্বামীও বলেন, এক ঘণ্টার মধ্যেই সার্ব্বভৌম একশত স্তব-শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মুরারিগুপ্ত একশত শ্লোকের মধ্যে অল্প কয়েকটীর উল্লেখ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর স্বরূপ-সম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের যে সন্দেহের কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, মুরারিগুপ্তের উল্লিখিত শ্লোকে সেই সন্দেহ-নিরসনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, প্রভুর স্বরূপের উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। স্তবে সার্ব্বভৌম বলিয়াছেন :— "পুরা পৃথিব্যাং বসুদেবগৃহেঽবতীর্য্য কংসাদি-মহাসুরাণাম্। কৃত্বা বধং ত্বং প্রতিপাদ্য ধামং ভূদেবগেহে পুনরাবিরাসীঃ॥ স্বকীয়-মাধুর্য্যবিলাসবৈভবমাস্বাদয়ংস্তং স্বজনং সুখায় চ। কৃতাবতারো জগতঃ শিবায় মাং পাহি দীনং করুণামৃতাব্ধে॥ —শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ৩।১২।১৫—১৬॥—প্রভো! তুমি পূর্ব্বে বসুদেবের গৃহে আত্মপ্রকট করিয়া কংসাদি মহা অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছ, তারপর তুমি তোমার সেই লীলা অপ্রকট করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছ। জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় পরিকরবর্গকে নিজের মাধুর্য্য-বিলাস-বৈভব আস্বাদন করাইতেছ, নিজেও আস্বাদন করিতেছ। হে করুণানিধি, আমি অত্যন্ত দীন, আমাকে কৃপা করিয়া উদ্ধার কর।"

প্রভুর রূপ-দর্শনের পরে সার্ব্বভৌম এইরূপে স্তব করিলেন; সুতরাং সার্ব্বভৌম যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই এই স্তবে ব্যক্ত করিয়াছেন—ইহা অনুমান করা যায়। যদি এই অনুমান সমীচীন হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, প্রথমতঃ চতুর্ভুজ-রূপ দেখাইয়া প্রভু সার্ব্বভৌমকে জানাইলেন—"সার্ব্বভৌম, যিনি দ্বাপরে কংস-কারাগারে বসুদেব-গৃহে চতুর্ভুজ-রূপে প্রকট হইয়াছিলেন, তিনিই আমি; আমি অপর কেহ নহি।" তারপর "বংশীমুখ শ্যামরূপ" দেখাইয়া জানাইলেন—"সার্ব্বভৌম, যিনি দ্বাপরে গোপবেশ-বেণুকর, নবকিশোর-নটবর, শ্যামসুন্দর ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে স্বীয় পরিকরবর্গকে লীলা-রস আস্বাদন করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ংও আস্বাদন করিয়াছিলেন, তিনিই আমি; আমি অপর কেহ নহি।"

বসুদেব-গৃহে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ-রূপেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; সুতরাং অনুমান করা যায় যে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে প্রথমে যে চতুর্ভুজ-রূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী রূপই।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, এই বিষয়ে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সঙ্গতি কিরূপে স্থাপন করা যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলেন, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে ষড়্‌ভুজ-রূপ দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী বলেন, প্রভু প্রথমে চতুর্ভুজরূপ দেখান, "পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয়-স্বরূপ" দেখান। এই দুইটী উক্তির সঙ্গতি কিরূপে সম্ভব হয়?

কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যাহা বর্ণনা করেন নাই, তিনি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন, অথবা বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যাহা সূত্ররূপে মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাহাই বিস্তৃত রূপে বর্ণন করিয়াছেন। কবিরাজ-গোস্বামীর এই উক্তিতে অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতুই নাই। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে ষড়্‌ভুজ-রূপের উল্লেখমাত্রই করিয়াছেন, কিন্তু সে ষড়্‌ভুজ-রূপ কি রকম বা কি প্রকারে প্রভু তাহা দেখাইলেন, তাহার কোনও উল্লেখই করেন নাই—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী বোধ হয় সেই ষড়্‌ভুজ-রূপেরই বিবরণ দিয়াছেন এবং কি প্রকারে তাহা দেখাইলেন, তাহাও বোধ হয় বিশেষরূপে বলিয়াছেন। তিনি বোধ হয় বলিলেন, "প্রভু একসঙ্গেই হঠাৎ ষড়্‌ভুজরূপ দেখান নাই; প্রথমে যে রূপে তিনি বসুদেব-গৃহে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ-রূপ দেখাইলেন, পরে "শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয়-স্বরূপ" দেখাইলেন। এইভাবে দুইবারে দেখাইবার হেতু বোধহয় এই যে,—যিনি প্রথমে চতুর্ভুজ-রূপে বসুদেব-গৃহে প্রকট হইয়াছিলেন এবং পরে দ্বিভুজ-মুরলীধর-রূপে ব্রজে লীলা করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে

সন্ন্যাসিরূপে সার্ব্বভৌমের সাক্ষাতে উপস্থিত—একথাটী সার্ব্বভৌমকে বুঝাইয়া দেওয়া এবং এইভাবে সার্ব্বভৌমের মনের সন্দেহটী দূর করা।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন এই যে, চতুর্ভুজ-রূপটী অপ্রকট করিয়াই কি "শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ" দেখাইলেন, না কি ঐ চতুর্ভুজ-রূপের মধ্যেই আরও দুইটী হস্ত প্রকট করিয়া বংশীবদন-রূপ দেখাইলেন? সম্ভবতঃ ঐ চতুর্ভুজ-রূপ অপ্রকট না করিয়াই, ঐ চতুর্ভুজ-রূপের মধ্যেই আরও দুইটী হস্ত প্রকট করিয়া নবপ্রকটিত হস্তদ্বয়ে শ্রীমুখে বংশী ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুমান করিলেই শ্রীচৈতন্যভাগবতের ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

এইরূপ সিদ্ধান্তই যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়, সার্ব্বভৌম-দৃষ্ট ষড়্ভুজ-রূপের চারি হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ছিল এবং অবশিষ্ট দুই হাত বেণুবাদনে নিযুক্ত ছিল।

সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপে অবস্থান-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-প্রভুকেও শ্রীবাসের গৃহে একবার ষড়্ভুজ-রূপ দেখাইয়াছিলেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস, শ্রীল মুরারিগুপ্ত ও শ্রীল কবিকর্ণপূর—ইঁহারা সকলেই স্ব-স্ব গ্রন্থে এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলেন, "ছয়ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকালে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শ্রীহল-মুষলে॥—শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৫ অঃ।" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিতাইচাঁদকে ষড়্ভুজরূপ দেখাইলেন; এই রূপের একহাতে শঙ্খ, একহাতে চক্র, একহাতে গদা, একহাতে পদ্ম, একহাতে হল এবং একহাতে মুষল ছিল।

কিন্তু মুরারিগুপ্ত বা কবিকর্ণপূর এই ষড়্ভুজের কোনও বর্ণনা দেন নাই, কেবল উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। তবে বৃন্দাবন দাস যাহা বলেন নাই, এমন একটী কথা তাঁহারা উভয়েই বলিয়াছেন; তাঁহারা বলেন, প্রভু শ্রীনিতাই-চাঁদকে প্রথমে ষড়্ভুজ-রূপ দেখাইলেন, তারপর তৎক্ষণেই চতুর্ভুজ-রূপ দেখাইলেন এবং সর্ব্বশেষে তৎক্ষণেই দ্বিভুজ-রূপ দেখাইলেন:—"স দদর্শ ততোরূপং কৃষ্ণস্য ষড়্ভুজং মহৎ। ক্ষণাচ্চতুর্ভুজং রূপং দ্বিভুজঞ্চ ততঃ ক্ষণাৎ॥—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ২।৮।২৭॥ পুরঃ ষড়্ভি র্দোর্ভিঃ পরমরুচিরং তত্রচ পুনশ্চতুর্ণাং বাহূনাং পরমললিতত্বেন মধুরম্। তদীয়ং তদ্রূপং সপদি পরিলোচ্যাশু সহসা তদাশ্চর্য্যং ভূয়ো দ্বিভুজমথ ভূয়োঽপ্যকলয়ৎ॥—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্ ৬।১২২॥" শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীল লোচনদাস-ঠাকুরও ঐ কথাই বলেন:—"ষড়্ভুজ শরীর প্রভু দেখাইল আগে। তবে চতুর্ভুজ-রূপ দুইভুজ তবে॥ —চৈঃ মঃ মধ্য ১০৬ পৃঃ (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)॥" মুরারিগুপ্তের উক্তি হইতে বুঝা যায়, ষড়্ভুজ রূপটী বোধ হয় কৃষ্ণবর্ণই ছিলেন (কৃষ্ণস্য ষড়্ভুজং মহৎ)। সকলের উক্তির সমন্বয় করিতে গেলে মনে হয়, প্রভু সর্ব্বপ্রথমে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হল-মুষল-ধারী ষড়্ভুজ রূপই দেখাইয়াছিলেন; তারপর, তৎক্ষণাৎই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ-রূপই বোধ হয় দেখাইয়াছিলেন। কারণ, চতুর্ভুজের রূঢ়িবৃত্তিতে ঐ রূপই মনে আসে। চতুর্ভুজের পরে বোধ হয় দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপই দেখাইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে দ্বিভুজ-রূপটী দণ্ডকমণ্ডলু-ধারী সন্ন্যাসিরূপ হইলেও বা হইতে পারে; এই রূপটী দেখাইয়া হয় তো তাঁহার ভাবী-সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণের ইঙ্গিতই দিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সর্ব্বশেষ দ্বিভুজ-রূপটী শ্যামসুন্দর মুরলী-ধর রূপ হইলেই বেশ একটা অর্থ-সঙ্গতি হইতে পারে। এই তিন রকম রূপে প্রভু জানাইলেন, "যিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ-রূপে বসুদেব-গৃহে প্রকট হইয়াছিলেন, পরে যিনি মুরলীধর-রূপে ব্রজে লীলা করিয়াছিলেন, তিনিই এখন শ্রীনিতাইকে ঐ অপূর্ব্ব ষড়্ভুজ-রূপ দেখাইলেন।" চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ রূপের দ্বারা প্রথমে প্রদর্শিত ষড়্ভুজ রূপের পরিচয় দিলেন; ষড়্ভুজের হল ও মুষলদ্বারা ব্রজলীলারই ইঙ্গিত দিলেন; বলদেব-স্বরূপ শ্রীনিতাইচাঁদকে ঐ রূপটী দেখাইতেছিলেন বলিয়াই বোধ হয় বলদেবের হল দেখাইলেন। হল দেখিয়া পাছে শ্রীনিতাই তাঁহাকে বলদেব বলিয়াই মনে করেন, তাই সর্ব্বশেষে দ্বিভুজ-মুরলীধর-রূপ দেখাইলেন। দণ্ড-কমণ্ডলু-ধারী সন্ন্যাসি-রূপের দ্বারা তাঁহার সম্যক্ পরিচয় হইত না, কারণ ভাবী-সন্ন্যাসের কথা তখনও কেহ জানিতেন না।

বঙ্গবাসী-সংস্করণ শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে পূর্ব্বোল্লিখিত ষড়্ভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ রূপের উক্তির পরে নিম্নলিখিত চারি পংক্তিও দেখিতে পাওয়া যায় :—["দেখিল আমার প্রভু প্রকাশ হইলা। এক অঙ্গে তিন অবতার দেখাইলা॥ রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ দেখিয়া দিব্যতনু। পশ্চাতে দেখিল—নব-কৈশোর রাধাকানু॥]" এই চারিটী পংক্তি বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে; বন্ধনীর মধ্যে রাখার হেতু এই যে, এই পংক্তিচতুষ্টয় সকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। অপর একটী মুদ্রিত গ্রন্থে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত কয় পংক্তিও দেখিতে পাওয়া যায় :—"উর্দ্ধ দুই হস্তে দেখে ধনু আর শর। মধ্য দুই হস্ত বক্ষে—মুরলী অধর॥ অধঃ দুই হস্তদ্বয়ে শোভে কমণ্ডলু-দণ্ড। ইত্যাদি।" এই কয় পংক্তিও সকল গ্রন্থে নাই। সকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া, এই সকল উক্তি যে লোচনদাস-ঠাকুরেরই লিখা, তৎসম্বন্ধেও সন্দেহ জন্মে। এইরূপ সন্দেহের আর একটী হেতু আছে; এই সকল উক্তির মর্ম্মের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী চারি পংক্তির অর্থ-সঙ্গতি দেখা যায় না। বিশেষতঃ শ্রীলবৃন্দাবন দাস, শ্রীলমুরারি গুপ্ত, ও শ্রীলকবিকর্ণপূর—ইঁহাদের কাহারও গ্রন্থেই এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

সার্ব্বভৌমকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে ষড়্ভুজ-রূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহার বিবরণও শ্রীললোচনদাস-ঠাকুর লিখিয়াছেন :—"হেনই সময় প্রভু ষড়্ভুজ শরীর। দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা আনন্দে অস্থির। —চৈঃ মঃ মধ্য, ১৬৯ পৃঃ ব, সং।" এই পয়ারের অব্যবহিত পরেই বন্ধনীর মধ্যে আবার নিম্নলিখিত কয়টী পয়ার দেখিতে পাওয়া যায় :—"[উর্দ্ধ দুই হাথে ধরে ধনু আর শর। মধ্য দুই হাথে ধরে মুরলী অধর॥ নম্র দুই হাথে ধরে দণ্ড-কমণ্ডলু! দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা আনন্দ-বিহ্বল॥] এই উক্তিও সকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না; শ্রীলমুরারি গুপ্ত, শ্রীলবৃন্দাবনদাস, শ্রীলকবিকর্ণপুর ও শ্রীলকবিরাজগোস্বামী—ইঁহাদের কেহও এই রকম উক্তির উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ ষড়্ভুজ-রূপ দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতেও এইরূপ বর্ণনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। সুতরাং এই উক্তিগুলিও শ্রীললোচনদাসের নিজের উক্তি কিনা সন্দেহ। হয়তো পরবর্ত্তী কোনও ব্যক্তি লোচনদাসের লেখার মধ্যে এই কয় পংক্তি প্রক্ষিপ্ত করিয়া থাকিবেন।

আধুনিক চিত্রকরগণ ষড়্ভুজ-রূপের যে চিত্র বাজারে বিক্রয় করেন, তাহা উপরোক্ত সন্দেহমূলক উক্তিরই অনুরূপ; সুতরাং এই চিত্র বৈষ্ণব-শাস্ত্র-সম্মত কিনা, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে।

এই চিত্রের ষড়্ভুজ-রূপটীই যদি প্রভু সার্ব্বভৌমকে দেখাইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে সার্ব্বভৌমের স্তবে এই রূপের উল্লেখ, অথবা ইঙ্গিত পাওয়া যাইত; বস্তুতঃ তাহা পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ প্রভুর স্বরূপ-সম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের মনে যে সন্দেহ জন্মিয়াছিল, এই রূপ-দর্শনে সেই সন্দেহ-নিরসনের কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না।

অন্য প্রকারেও শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সমন্বয়ের চেষ্টা করা যাইতে পারে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীনিতাইচাঁদকে যেমন প্রথমতঃ ষড়্ভুজরূপ, তারপর চতুর্ভুজ এবং সর্ব্বশেষে দ্বিভুজ রূপ দেখাইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সার্ব্বভৌমকেও সেইভাবে প্রথমতঃ ষড়্ভুজ, তারপর চতুর্ভুজ এবং সর্ব্বশেষে দ্বিভুজ রূপ দেখাইয়াছিলেন। শ্রীনিতাইচাঁদের সংশ্রবে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হল-মুষল-ধারী-রূপে ষড়্ভুজের বর্ণনা দিয়াছেন বলিয়া শ্রীলবৃন্দাবনদাস আর সার্ব্বভৌমের সংশ্রবে ঐ রূপের বিশেষ বর্ণনা দেওয়ার বোধ হয় প্রয়োজন মনে করেন নাই—কেবল উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। আবার শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঐ ষড়ভুজের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া, শ্রীলকৃষ্ণদাস-কবিরাজও আর তাহার উল্লেখ করেন নাই; এবং ষড়ভুজরূপ প্রদর্শনের পরে যথাক্রমে চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ রূপ প্রদর্শনের কথা শ্রীলবৃন্দাবনদাস উল্লেখ করেন নাই বলিয়া শ্রীলকবিরাজ তাহাই মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তই যদি সমীচীন হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়, প্রভু সার্ব্বভৌমকে প্রথমে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হল-মুষল-ধারী ষড়্ভুজরূপ দেখান, তারপরে যথাক্রমে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ রূপ দেখান এবং সর্ব্বশেষে দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ দেখান।